সংবাদ

তারিখ 10 NOV 2016
পৃষ্ঠা 10 কলাম 2

চারঘাটে শিক্ষা অফিসে সক্রিয় সিন্ডিকেট চক্র

সংবাদদাতা, চারঘাট (রাজশাহী)

রাজশাহীর চারঘাট উপজেলায় ৭৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ২৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে। তাদের পাঠদানের জন্য রয়েছেন চার শতাধিক শিক্ষক। উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম দেখভাল করার জন্য রয়েছে উপজেলা শিক্ষা অফিস। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সরকারি বরাদ্দ উপজেলা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আবার বদলীসহ নানা প্রয়োজনে শিক্ষকরা উপজেলা শিক্ষা অফিসে ধরণা দেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'কমিশন' বা অর্থ লেনদেন হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। আর এসব অবৈধ লেনদেনের জন্য শিক্ষা অফিস ঘিরে গড়ে উঠেছে সিন্ডিকেট চক্র। শিক্ষক সমিতির নেতারাই এই সিন্ডিকেটের মূল হোতা বলে জানা গেছে। প্রতিটি স্কুলে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য প্রতি বছর সরকার ঝপযড়ড়ষ খধাবষ ওসঢ়ৎড়াবসবহঃ চষধহ (ঝখওচ) বাবদ ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থের সঠিক ব্যবহার না করে শিক্ষা অফিস, ম্যানেজিং কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আত্মসাৎ করেন বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রধান শিক্ষক জানান। তিনি আরো জানান, অর্থের বিনিময়ে শিক্ষকদের মৌখিক বদলি এবং ছুটি দেয়া হয়। জানা গেছে, স্কুলের জনৈক সহকারী শিক্ষক শিক্ষা অফিসে কর্মরত থাকেন। মাসে একবার স্কুলে গিয়ে হাজিরা দেয়। হাজিরা খাতায় পুরো মাসে স্বাক্ষর দিয়ে বেতন উত্তোলন করা হয় বলেও জানান। এ সকল অভিযোগ অস্বীকার করে উপজেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) রোজী খন্দকার বলেন, পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটির মাধ্যমে শ্লিপের টাকা খরচ করা হয়। তিনি আরও বলেন, শিক্ষকরা স্থানীয় হওয়ায় কোন শিক্ষক অনিয়ম ও দায়িত্বে অবহেলা করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলেই রাজনৈতিক নেতাদের দিয়ে আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। ফলে অনৈতিক সুবিধা নেয়া তো দূরের কথা বরং শিক্ষকরাই আমাদের জিম্মি করে রাখে। উল্লেখ্য, উপজেলায় ৭৩টি প্রধান শিক্ষকের পদের মধ্যে ৩৮টি পদ শূন্য রয়েছে।